দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

২০০২ সালে বহিষ্কৃত ছিল প্রায় ৩৬ হাজার-এ বছর যা মাত্র ৭০৭

এসএসসিতে বহিষ্কারের সংখ্যা ব্যাপক হারে কমেছে

॥ নিজামুল হক ॥

এবারের ৯টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের সকল সূচকের উন্নতি হয়েছে। ২০০৭ সালের সার্বিক পাসের হার বেড়েছে। বেড়েছে শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। কেউ পাস করেনি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমেছে। ছাড়িয়ে গেছে অতীতের সকল রেকর্ড। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে ঢাকা বোর্ড। এ বছর পাসের হারে অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। ২০০১ সালের গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর প্রথম বছরে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৭৬ জন। গতবছর জিপিএ-৫ পাওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার ৭৩২ জন। এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ হাজার ৯১৭তে। ২০০৪ সালের ৭টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৮ হাজার ৫৯৭, ২০০৫ সালে তা বেড়ে দাড়ায় ১৫ হাজার ৬৪৯ এবং ২০০৬ সালে ২৪ হাজার ৩৮৪। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও বেড়েছে।

পাসের হার ও জিপিএ-৫ এর সংখ্যা বৃদ্ধি। বেড়েছে শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। শূন্য পাস প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমেছে

২০০৪ সালে এ শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ২৮৮, ২০০৫ সালে ১ হাজার ৬৪১, ২০০৬ সালে ৬ হাজার ৬৮, ২০০৭ সালে ৬ হাজার ৮৮৯ এবং এ বছর অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙে জিপিএ ৫ এর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০ হাজার ৫২৬। মদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় ২০০৭ সালে জিপিএ-৫ এর সংখ্যা ছিল ২৫। এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭ এ।

২০০৫ ও ২০০৬ সালে শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৩৭ এবং ১ হাজার ৪২৯ টি। ২০০৭ সালে এ সংখ্যা কমে ৭৭৪ টিতে দাঁড়ালেও এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ২৭২ টিতে।

২০০৫ সালে ৪২৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একজনও পাস করেনি। ২০০৬ সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৯৩। ২০০৭ সালে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে ২৪৮ হলেও এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ৯১ টিতে। ২৭ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এবারের এসএসসি পরীক্ষায় বহিষ্কারের সংখ্যাও কমেছে। ২০০২ সালে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বহিষ্কারের সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার ৯৭০ জন। ক্রমশঃ এ অবস্থার উন্নতি হয়। ২০০৩ সালে বহিষ্কারের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৩ হাজার ২১৭, ২০০৪ সালে ৩ হাজার ৩৮[illegible], ২০০৫ সালে ১ হাজার ৭৪৬, ২০০৬ সালে ১ হাজার ২৯১, ২০০৭ সালে ৯৮[illegible] এবং এ বছর তা কমে দাঁড়ায় ৭০৭ জনে।